কর্ম-পদ্ধতি নোট

কীভাবে সিএসওগুলো নিরাপদ কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে পারে

এই নোটটি নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলোকে (সিএসও) নিরাপদ কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে। এটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মী, সেফগার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট (এসএফপি) এবং কর্মসূচীর পরিচালনা ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত অন্যান্য কর্মীসহ প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মীদের সহায়তা করবে।

এই নোটের ক্ষেত্রে, "কর্মসূচী" বলতে সিএসও কর্তৃক বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কার্যাবলী, পরিচালনা প্রক্রিয়া এবং সিএসও কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল ইভেন্ট এবং অন্যান্য উদ্যোগকে বোঝানো হয়েছে। নিরাপদ কর্মসূচীকে সিএসও'র প্রতিটি কর্মসূচী বা প্রকল্পের দিকনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। এটি প্রতিষ্ঠানের জার্নি'র একটি অংশ।

নিরাপদ কর্মসূচী কী?

- নিরাপদ কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো কর্মসূচীর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন থেকে উদ্ভূত যৌন নির্যাতন, শোষণ ও যৌন হয়রানি এবং অন্যান্য সব ক্ষতির ইচ্ছাকৃত/অনিচ্ছাকৃত ঝুঁকি থেকে কমিউনিটির সদস্যদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়টিকে যথাসম্ভব নিশ্চিত করা। এর মধ্যে কর্মসূচীর কারণে কমিউনিটির সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতি এবং নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- কার্যত, নিরাপদ কর্মসূচীতে যা অন্তর্ভুক্ত থাকে:
  - সিএসও কর্তৃক পরিকল্পিত এবং বাস্তবায়িত কর্মসূচীর কারণে সৃষ্ট ক্ষতি এবং নির্যাতনের ঝুঁকি চিহ্নিত করা, প্রশমিত করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।
  - কর্মসূচীর প্রত্যেকটি ধাপে কমিউনিটির সকল সদস্যদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণকে বিবেচনায় রাখা।
  - তেমন কোনো কর্মসূচী বাস্তবায়ন না করার জন্য প্রস্তুত থাকা যেখানে সুরক্ষা ঝুঁকিগুলো যথাযথভাবে নিরূপণ এবং হ্রাস করা হয়নি এবং/অথবা যেখানে অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।
  - নিরাপদ কর্মসূচীতে সমাজে উদ্ভূত সাধারণ সুরক্ষা ঝুঁকিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
  - ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করা।

আমরা কাদেরকে নিরাপদ রাখছি?

আপনার কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এমন যেকোনো ব্যক্তি, যেমন:

- কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী/সেবা ব্যবহারকারী
- কমিউনিটির অন্যান্য সদস্য যারা সংশ্লিষ্ট সিএসও- র সাথে যোগাযোগ রাখে

কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট সেফগার্ডিং ঝুঁকি বা সমস্যাগুলোর কিছু উদাহরণ:

- কর্মসূচীর সেবাগুলো কোনো এলাকার কমিউনিটি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সেবা কেন্দ্রে হেঁটে যাতায়াতের সময় একটি ছেলেকে নির্যাতন এবং হয়রানি করা হয়েছে।
- কর্মসূচী এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যে একজন পুরুষ কর্মী শিশুদের সাথে একা অনেকটা সময় কাটাতে পারে (যেমন, শিশু বান্ধব স্থান, কন্যাশিশু বান্ধব স্থান বা লার্নিং সেন্টার)। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিএসও-র একজন পুরুষ কর্মী একটি মেয়ে শিশুর সাথে খেলার সময় তাকে অনুচিতভাবে স্পর্শ করেছে।
- তথ্য সুরক্ষার ঝুঁকিগুলো পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কোনো একটি সিএসও-র প্রতিনিধিত্বকারী একজন নারী স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচীর ফেসবুক গ্রুপ বা টেলিগ্রাম থেকে একজন যুবকের ফোন নম্বর পায় এবং তাকে অনুচিত যৌন বার্তা পাঠায়।
- সুবিধাভোগী নির্বাচন কমিটির এক সদস্য একজন নারীকে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেন, যার বিনিময়ে তিনি তার পরিবারকে সিএসও-র কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন।

আরো জানার জন্য পড়ুন: সেফগার্ডিং কী?

নিরাপদ কর্মসূচীর জন্য আমাদের কী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন?

যারা কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারী, সেবা ব্যবহারকারী বা কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যদের ক্ষতি এবং নির্যাতন করেছে তাদের জন্য স্পষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা নিশ্চিত করুন।

- একজন এসএফপি নিয়োগ করুন (সেফগার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট)। এসএফপি-কে (দের) প্রশিক্ষণ দিন যাতে তারা সেফগার্ডিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বুঝতে এবং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে সহকর্মীদের সহায়তা করতে পারেন।
- সকল কর্মীর জন্য সেফগার্ডিং বিষয়ক প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণের জন্য ড্রাইভার এবং সহায়তা কর্মীসহ যারা কর্মসূচী স্থল পরিদর্শন করবেন তাদের অগ্রাধিকার দিন।
- অন্ততপক্ষে, কর্মীদের যেগুলো বোঝা উচিত:
  - ✓ তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রাতিষ্ঠানিক নীতি এবং আচরণবিধি
  - ✓ সেফগার্ডিং ঝুঁকিগুলো কী কী- নিজেদের কর্মসূচী পরিচালনা সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি থেকে উদাহরণসহ
  - ✓ কীভাবে সেফগার্ডিং ঝুঁকি চিহ্নিত করতে হয়
  - ✓ ঝুঁকি বা বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে কীভাবে এবং কাদের কাছে রিপোর্ট করতে হবে
  - ✓ রিপোর্ট করার পদ্ধতিগুলো কী এবং কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়
  - ✓ সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক সাড়াদান কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ।
- মানসম্মত স্থানীয় সহায়তা সেবা এবং ঘাটতিগুলোর ম্যাপিং সম্পূর্ণ করুন (যেমন আর্থিক, আইনি, মনোসামাজিক, চিকিৎসা, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সেবা এবং শিশু সুরক্ষা সহায়তা)। সকল কর্মী যাতে এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পেতে পারে তা নিশ্চিত করুন।
- জরুরি কেসগুলোকে যাতে সহায়তা সেবার জন্য রেফার করা যায় তার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন। যেখানে সহায়তা সেবাগুলো নেই সেখানের জন্য বিকল্প চিহ্নিত করুন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সার্ভাইভারকে সেবাগুলো পেতে সহায়তা করতে রিসোর্স শনাক্ত করুন (যেমন- যাতায়াতসহ)।
- আপনার এলাকায় কর্মরত সিএসওগুলোর সাথে সেফগার্ডিং সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি শেয়ার করুন। অন্যরাও একইভাবে আপনার সাথে এ বিষয়গুলো শেয়ার করবে তা প্রত্যাশা করুন এবং তাদের সেই অনুরোধ করুন। এই শেয়ারিং এর বিষয়টি সমন্বয় করতে কোনো কোনো এলাকায় সংগঠিত নেটওয়ার্ক থাকতে পারে যা কখনও কখনও পিএসইএ নেটওয়ার্ক বা শিশু সুরক্ষা ক্লাস্টার নামে পরিচিত।
- যেকোনো তদন্ত যেন শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত তদন্তকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সার্ভাইভার বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাতে দক্ষ কর্মীদের কাছ থেকে সহায়তা পান তা নিশ্চিত করুন।
- তদন্তের সময় এবং পরে সার্ভাইভার বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তার বিষয়কে যাতে মনিটর করা হয় তা নিশ্চিত করুন।

কেন কমিউনিটির অংশগ্রহণ এত গুরুত্বপূর্ণ?

নিম্নোক্ত কারণসহ আরো অনেক কারণে কর্মসূচী চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিরাপদ কর্মসূচীর চাবিকাঠি-

- ➢ কমিউনিটির সদস্যরাই সঠিকভাবে বলতে পারে যে তারা কখন/কী পরিস্থিতিতে নিরাপদ বোধ করেন এবং কখন/কী পরিস্থিতিতে তারা কম নিরাপদ বোধ করেন। বিভিন্ন কর্মসূচী কমিউনিটির মধ্যে ক্ষতি এবং নির্যাতনের কারণ হতে পারে কিনা বা এসইএএইচ বা অন্যান্য ধরনের নির্যাতনের ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে কিনা তা জানার জন্য এটি অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) হার বেশি, সেখানে সংঘটিত ঘটনাকে অপরাধ বা অন্যায় হিসেবে গণ্য করা বা রিপোর্টিং-এর শঙ্কা ছাড়াই কর্মীরা কমিউনিটির মধ্যে যৌন শোষণ বা নির্যাতন করতে সক্ষম হতে পারে।
- ➢ কমিউনিটির সদস্যরা কর্মসূচী থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ শনাক্ত করতে পারে এবং সেই ঝুঁকিসমূহ হ্রাস করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি সিএসও কমিউনিটির মধ্যে কোনো নির্জন স্থানে পানির কল তৈরি করার পরিকল্পনা করে যেখানে কন্যাশিশু এবং নারীদের যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ, তাহলে কমিউনিটির সদস্যরা অধিকতর নিরাপদ বিকল্প স্থানের পরামর্শ দিতে পারে।
- ➢ কমিউনিটির সদস্যরাই সঠিকভাবে জানাতে পারে যে কীভাবে, কখন, কোথায় এবং কার কাছে তারা নির্যাতনের অভিযোগ করতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।
- ➢ প্রত্যাশা সম্বন্ধে তথ্য জানিয়ে, কমিউনিটির মতামত শুনে এবং তাতে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে সিএসওগুলো আস্থা তৈরি শুরু করতে পারে। অভিযোগ জানানোর জন্য কমিউনিটিগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে যে সংশ্লিষ্ট সিএসও-টি তাদের নিরাপদ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অভিযোগ জানানোর পদ্ধতিগুলো নিরাপদ ও গোপনীয় এবং উত্থাপিত অভিযোগগুলোর জন্য যথাযথভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কীভাবে প্রকল্প চক্র জুড়ে সেফগার্ডিংকে অঙ্গীভূত করা যায়

১. সূচনা

- স্থানীয় যেসব বিষয় এবং রিসোর্সসমূহ সেফগার্ডিং এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন, যেমন- প্রাসঙ্গিক আইন, স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং প্রথা, কমিউনিটি সংগঠন, কমিউনিটির মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্ক এবং পরিবর্তন, সংঘাত, জনগণের বাস্তুচ্যুতি।
- স্থানীয় বিষয় এবং রিসোর্সসমূহ যতটা সম্ভব নিরাপদ কর্মসূচী পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে কীভাবে সহায়ক হতে পারে বা সেগুলোর মধ্যে কোনগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করুন।
- সেফগার্ডিং সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ এবং মানব সম্পদের ব্যবস্থা করুন। অন্যান্য কার্যক্রম এবং রিসোর্স এর পাশাপাশি সেফগার্ডিংকে মূলধারায় অঙ্গীভূতকরণ (mainstreaming) এর বিষয়টিকে বিবেচনা করুন।

কর্মসূচীর সূচনা এবং পরিকল্পনা পর্যায়ে স্থানীয় যে বিষয় এবং রিসোর্সসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন তার উদাহরণ।

- রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী চিকিৎসা সেবার জন্য রেফার করার আগে পুলিশে রিপোর্ট করার প্রয়োজন হতে পারে।
- এসইএএইচ রিপোর্ট/অভিযোগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিউনিটির অভ্যন্তরীণ উপায় থাকতে পারে।

২.পরিকল্পনা ও ডিজাইন

২.১ সেফগার্ডিং ঝুঁকি চিহ্নিত করুন এবং যাচাই করুন

- সেফগার্ডিং ঝুঁকি চিহ্নিত করুন এবং তাদের সম্ভাব্য প্রভাব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করুন। ঝুঁকি শনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
- ঝুঁকি যাচাইকরণের কাজটিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করুন, যেমন-স্থান; সেবা ব্যবহারকারী / টার্গেট গ্রুপ ;কর্মসূচী / সেবার ধরন; কর্মী, অংশীদার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মী; বাহ্যিক যোগাযোগ; তথ্য সুরক্ষা; এবং কমিউনিটির অন্যান্য সদস্য।

২.২ প্রকল্পের ডিজাইন এবং পরিকল্পনায় ঝুঁকি প্রশমনের কৌশলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করুন

- একটি ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং এটিকে প্রকল্পের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করুন। কমিউনিটির সদস্যদের সাথে ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা পরীক্ষা এবং যাচাই করে দেখুন এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করুন।

- একটি নিরাপদ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জন্য পরিমাপযোগ্য উদ্দেশ্য, সময়সীমা, ভূমিকা এবং দায়িত্বসহ স্পষ্ট দিকনির্দেশনা তৈরি করুন।
- ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনাকে কর্মসূচীর বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করুন, জরুরি অবস্থায় অবিলম্বে সহায়তা দেওয়ার জন্য রিসোর্স অন্তর্ভুক্ত করুন।

সেফগার্ডিং ঝুঁকির প্রভাব এবং সম্ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন রকম হয়।

নারী এবং মেয়েশিশুরা সাধারণত পুরুষ এবং ছেলে শিশুদের তুলনায় বেশি এসইএএইচ এর ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

প্রতিবন্ধিতা, অভিবাসনের অবস্থা, জাতি এবং বয়সের মতো কারণের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিরা অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে এবং বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য নেই এমন ব্যক্তিদের তুলনায় তাদের নির্যাতনের ঘটনা বা সন্দেহ রিপোর্ট করার সম্ভাবনা কম থাকে।

৩. বাস্তবায়ন

৩.১ কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (সিবিসিএম) প্রতিষ্ঠা করুন

- এসইএএইচ-এর ঘটনার রিপোর্ট করাকে উৎসাহিত করা, সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তাতে যথাযথভাবে সাড়াদানের লক্ষ্যে কমিউনিটির সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সিবিসিএম তৈরি করুন।

- রিপোর্ট করার জন্য নিরাপদ, গোপনীয় এবং সহজলভ্য বিভিন্ন উপায় রাখুন। পদ্ধতিগুলো সহজ এবং সুবিন্যস্ত রাখুন। সরাসরি রিপোর্ট করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
- স্থানীয় কোনো সিবিসিএম রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করুন। যেখানে বিদ্যমান সিবিসিএম উপযুক্ত বলে মনে হয় এবং কমিউনিটির সদস্যরা সেটি ব্যবহার করে, সেখানে সেই ব্যবস্থা ব্যবহার করুন/ অথবা বিদ্যমান সেই ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে সিবিসিএম ব্যবস্থা তৈরি করুন এবং অন্যান্য সিএসওগুলোর সঙ্গে মিলে একত্রে সমন্বিত পরিচালনা পদ্ধতি তৈরি করুন।
- একই এলাকায় কর্মসূচী পরিচালনাকারী প্রতিটি সিএসও-র জন্য পৃথক রিপোর্টিং ব্যবস্থা তৈরি করা পরিহার করুন। কারণ এতে মানুষ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে পারে, আস্থার সংকট তৈরি হতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সার্ভাইভারদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। সর্বজনীন রিপোর্টিং ব্যবস্থা তৈরির জন্য একই এলাকায় কর্মরত অন্যান্য সিএসওগুলোর সাথে একত্রে কাজ করতে হবে।

- নিশ্চিত করুন যে, কর্মসূচীর এলাকা জুড়ে কমিউনিটির সদস্যরা:

- সেফগার্ডিং কী এবং সেফগার্ডিং সম্পর্কিত তাদের অধিকারগুলো কী তা বুঝতে পারে
- সিএসও'র কর্মী এবং প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে জানে
- তারা কোন বিষয়গুলো রিপোর্ট করতে পারে এবং কীভাবে নির্যাতন/অভিযোগ রিপোর্ট করতে হবে তা জানে
- একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে কী প্রত্যাশা করবে তা জানে

৩.২ কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ বজায় রাখুন এবং সেফগার্ডিং ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং তাতে সাড়াদানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করুন

- কমিউনিটি মিটিং,মনিটরিং মিটিং এবং কমিউনিটি পরিদর্শনের মাধ্যমে সেফগার্ডিং সম্পর্কিত কোনো লঙ্ঘনের ঘটনা/উদ্বেগ রিপোর্ট করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানান।
- সিএসও কর্মীদের থেকে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে কমিউনিটির সদস্যদের মনে করিয়ে দিন এবং সেফগার্ডিং ঝুঁকিগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।
- যখন কোনো কর্মী সেফগার্ডিং সম্পর্কিত লঙ্ঘনের রিপোর্ট গ্রহণ করেন বা সেফগার্ডিং সম্পর্কিত কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাকে অভিযোগকারী/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, তাকে সম্মান দিতে হবে, তার কথা শুনতে হবে, কোনোরকম বৈষম্য করা যাবে না এবং গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে ।
- জরুরি কেসগুলি সহায়তা সেবার জন্য রেফার করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত ঘটনা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা, ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব, দাতা এবং অন্যদের কাছে রিপোর্ট করুন।

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সার্ভাইভারের কল্যাণ এবং নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন।

- কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে গৃহীত রিপোর্ট এবং সাড়াদান পদ্ধতি সম্পর্কে কমিউনিটিকে শুধুমাত্র বেনামি ফিডব্যাক প্রদান করুন। তবে সার্ভাইভার(দের) বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি(দের) এর জন্য অধিকতর ক্ষতি বা নির্যাতন এড়াতে এটি অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা উচিত।

৩.৩ মনিটরিং, ইভালুয়েশন এন্ড লার্নিং (এমইএল)

- মনিটরিং টুলে পদ্ধতিগতভাবে সেফগার্ডিং বিষয়ক সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, এ সংক্রান্ত অনুশীলনের মূল্যায়ন করুন এবং মনিটরিং এর ফলাফল শেয়ার করুন। প্রশমন পরিকল্পনায় যেকোনো নতুন ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করুন।
- মনিটরিং টুল এবং পদ্ধতিতে নিহিত ঝুঁকির মূল্যায়ন করুন (যেমন- মনিটরিং ভিজিট, কমিউনিটি মিটিং)। সেফগার্ডিং এবং নিরাপদ কর্মসূচী সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে কমিউনিটির সাথে যুক্ত হওয়ার সময় অতিরিক্ত কোনো ঝুঁকি তৈরি না করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
- কমিউনিটির বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়মিতভাবে জিজ্ঞাসা করুন যে সিবিসিএম সহজগম্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা (বিশেষ করে, যদি রিপোর্টিং কম হয়)।
- মনিটরিংও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে নিরাপদ এবং নীতিসম্মত রাখুন, যেমন-

- তথ্য শেয়ার করার সময় অংশগ্রহণকারীরা যাতে অবগত সম্মতি (পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে লিখিত/মৌখিক) দিতে পারেন
- সুরক্ষিত পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করুন
- প্রয়োজন নেই এমন তথ্য সংগ্রহ করবেন না

৪. সমাপ্তি

- নিরাপদ কর্মসূচীর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করুন এবং ভবিষ্যত কর্মসূচীর জন্য প্রাপ্ত শিখন শেয়ার করুন।
- কর্মসূচী সমাপ্তির আগে সমস্ত অনিষ্পন্ন রিপোর্টের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং সেগুলো সমাপ্ত করুন।
- কেস সমাপ্তির ক্ষেত্রে বাঁধা তৈরি করতে পারে এমন অনিষ্পন্ন সমস্যাগুলো রিপোর্ট করুন। মনে রাখবেন যে, এই ধরনের অনুশীলন ঝুঁকি হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সেসব বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা প্রয়োজন।
- অন্য প্রতিষ্ঠান বা কমিউনিটি সংগঠনের কাছে হস্তান্তর করা হলে কর্মসূচীর মধ্যে সেফগার্ডিং ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করুন।